ষষ্ঠ অধ্যায়

বোঝা থেকে মুক্তি

স্বপ্নে দেখলাম, ***খ্রীষ্টিয়ান*** যে পথ ধরে চলল, তার দুদিকে আছে প্রাচীর, সে প্রাচীরের নাম ***পরিত্রাণ***, যেমন যিশাইয় ভাববাদী বলেছেন, "আমাদের এক নগর আছে, ঈশ্বর পরিত্রাণকে তার প্রাচীর ও পরিখাস্বরূপ করেছেন" (যিশাইয় ২৬:১)। পাপের বোঝা পিঠে নিয়ে ***খ্রীষ্টিয়ান*** ছুটল, কিন্তু বেশ কষ্ট হচ্ছিল।

ছুটতে ছুটতে ***খ্রীষ্টিয়ান*** একটা উঁচু জায়গায় গিয়ে পৌঁছল; সেখানে একটা ক্রুশ পোতা ছিল, ও তার খানিকটা নিচে একটা খোলা কবর ছিল। স্বপ্নে দেখলাম, ***খ্রীষ্টিয়ান*** সেখানে পৌঁছানোমাত্র তার পিঠের বোঝা খসে গড়াতে গড়াতে কবরের ভেতর গিয়ে পড়ল; সে বোঝা আর দেখতে পাওয়া গেল না।

তখন ***খ্রীষ্টিয়ানের*** মনে আনন্দ আর ধরে না। সে প্রফুল্ল মনে বলতে লাগল, "তিনি নিজে দুঃখভোগ করে আমাকে বিশ্রাম, এবং মৃত্যুভোগ করে আমাকে জীবন দিলেন।" সে কিছুক্ষণ অবাক বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে রইল;কারণ ক্রুশ দেখামাত্র তার পাপের বোঝা নেমে যাওয়ায় সে অত্যন্ত আশ্চর্য হয়েছিল। ক্রুশের দিকে তাকিয়ে তার গাল বেয়ে অশ্রুধারা বইতে লাগল। লেখা আছে, "আমি দাউদ কুলের ও জেরুশালেমবাসীদের উপর অনুগ্রহের ও বিনতির আত্মা সেচন করব;তাতে তারা যাঁকে বিদ্ধ করেছে, সেই আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করবে, এবং একমাত্র পুত্রের জন্য বিলাপ করবার মত তাঁর জন্য বিলাপ করবে" (সখরিয় ১২:১০)। ***খ্রীষ্টিয়ান*** যখন এইভাবে তাকিয়ে আছে আর কাঁদছে, তখন তিনজন উজ্জ্বল পুরুষ সেখানে এসে "তোমার মঙ্গল হোক" বলে সামনে দাঁড়ালেন। প্রথমজন তাকে বললেন, "তোমার পাপ ক্ষমা হল" (মার্ক ২:৫)। দ্বিতীয়জন তার ছেঁড়া কাপড় খুলে ফেলে ভাল কাপড় পরিয়ে দিলেন, যেমন শাস্ত্রে লেখা আছে, "সেই দূত আপনার সম্মুখে দণ্ডায়মান ব্যক্তিদের বললেন, এর গাত্র থেকে ঐ মলিন বস্ত্র খুলে ফেল। পরে তিনি তাকে বললেন, দেখ আমি তোমার অপরাধ তোমার কাছ থেকে দূর করে দিয়েছি, ও তোমাকে শুভ্রবস্ত্র পরিহিত করব" (সখরিয় ৩:৪)। আর তৃতীয়জন তার কপালে একটা ছাপ মেরে দিলেন (ইফিষীয় ১:১৩) এবং তার হাতে একটা সীলমোহর মারা গুটানো বই দিয়ে বললেন, "দৌড়ে যেতে যেতে এই বইয়ের ওপর নজর রেখো, আর স্বর্গীয় রাজধানীর দরজায় গিয়ে এটা দেখিও" এই বলে তাঁরা চলে গেলেন। ***খ্রীষ্টিয়ান*** আনন্দে লাফিয়ে উঠল, এবং গান গাইতে গাইতে পথ ধরে চলল —

যাত্রিকের গতি

মনের যাতনা হতে পেতে পরিত্রাণ,
নিখিল এ বিশ্ব মাঝে শুধু এই স্থান।
এ পূত পর্বত প্রান্তে করি পদার্পণ,
পৃষ্ঠের সে গুরুভার হয়েছে মোচন।
পুরোন সে জীবন হয়ে সমাপন,
সুখের সূচনা মোর হল কি এখন?
যে পাপের বোঝা, ছিল মোর পিঠে,
দূর করে দিলেন যিনি, প্রশংসি তাঁরে।
ধন্য ক্রুশ, সমাধি তাঁর, আরো ধন্য তিনি,
ক্রুশোপরি মম তরে অভিশপ্ত যিনি।